মধ্যম ও কনিষ্ঠ

(একাঙ্ক নাটক)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস
প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর,
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সন ১৩৩৮ সাল

মূল্য ।৵০ আনা

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার, শ্রীনারসিংহ প্রেসে,

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বাংলাদেশের উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও কলেজ-সমূহের ছাত্রগণের পক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অবশ্য-পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রায় একুশ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট্ ও বি-এ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক থাকিয়া বুঝিয়াছি যে, অধিকাংশ যুবক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারে নাই। তৎপ্রতি পরীক্ষার্থিগণের একান্ত ঔদাসীন্য ও অবহেলাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অনেক যুবক বাংলা মাসিক পত্রসমূহে প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিতে আগ্রহান্বিত হয় বটে; কিন্তু তাহারা ব্যাকরণ, বানান, ভাষা ও রচনা-শিক্ষার প্রতি সাতিশয় অমনোযোগী। এই কারণে অনেকে দুই ছত্র বাংলা লিখিতে গিয়া পাঁচটি বানান ভুল করিয়া বসে এবং বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতেও পারে না। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

উচ্চ ইংরাজী স্কুলসমূহে বাংলাভাষায় রচিত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, মাতৃভাষায় এই সকল বিষয় পাঠ করিলে, বালকেরা সহজে ও অল্প আয়াসে সেগুলি বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক পাঠ্যপুস্তক এত অধিক সংস্কৃতবহুল শব্দে ও সমাস ও অলঙ্কারে পূর্ণ যে, বহুস্থলে বালকেরা ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করা অপেক্ষা বাংলা সাহিত্য পাঠ করিতে যেন অধিকতর ভীত

হয়। এরূপ ভয় থাকিলে, বালকবালিকাদিগকে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যটি বিফল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বিদ্যালয়সমূহের জন্য যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকাবলী নির্ব্বাচিত হয়, সেগুলি পাঠ করা ব্যতীত বালকবালিকারা গৃহেও যাহাতে সরল ও বিশুদ্ধভাষায় রচিত তাহাদের উপযোগী বাংলা সাহিত্যপুস্তকসমূহ পাঠ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকগুলিকে "আনুষঙ্গিক পাঠ্যপুস্তক" বা Companion Readers বলা যাইতে পারে। বলাবাহুল্য যে এইরূপ পাঠ্যপুস্তকসমূহের বিষয়গুলি জ্ঞানগর্ভ, নীতিগর্ভ ও বালকবালিকাদের চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক। ইদানীং এইরূপ বহু পুস্তক রচিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তদ্দ্বারা আশা করা যায় যে বালকবালিকারা সেগুলি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

আমরা কিশোর-কিশোরীদের জন্য কতিপয় গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছি। সেই সঙ্কল্পানুসারে এই পুস্তকাবলীর নাম "কিশোর-পাঠ্য বাংলা সাহিত্য" দেওয়া হইল। এই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক পুস্তকের ভাষা যাহাতে সরল, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হয়, এবং বিষয়ও যাহাতে জ্ঞানগর্ভ, নীতিগর্ভ ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্তাকর্ষক হয়, তৎপ্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাহাদের অনুরাগবর্দ্ধন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য আংশিকরূপে সফল হইলেও, আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

শুভ বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল

সম্পাদক

গ্রন্থ-পরিচয়।

"কিশোর-পাঠ্য বাংলা সাহিত্যে"র প্রথম পুস্তক একখানি একাঙ্ক নাটক। অধিকাংশ নাটকেই শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের যেরূপ সমাবেশ থাকে, তাহাতে সেগুলি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের হাতে দেওয়া উচিত নহে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের যাহা পাঠ্য, তাহা সকল সময়ে অল্পবয়স্কদের পাঠ্য হইতে পারে না।

অথচ অল্পবয়স্কেরাও নাটক পড়িতে ও অভিনয় দেখিতে ভালবাসে। সেই আকাঙ্ক্ষা আংশিকরূপেও মিটাইবার জন্য মহাকবি ভাসের রচিত "মধ্যম-ব্যায়োগ" নামক সংস্কৃত নাটকের আখ্যান-ভাগ মাত্র অবলম্বনে "মধ্যম ও কনিষ্ঠ" নামক এই ক্ষুদ্র নাটকখানি রচিত হইল। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য মনে করি যে, ইহা "মধ্যম-ব্যায়োগে"র অনুবাদ নহে। মূল সংস্কৃত নাটকের আখ্যানের সহিত এই নাটকখানির আখ্যানেরও সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই।

সংস্কৃত-সাহিত্যে "মধ্যম-ব্যায়োগে"র ন্যায় কিশোর-পাঠ্য নাটক অত্যন্ত বিরল। "ব্যায়োগে"র স্থূল মর্ম্ম এই যে, নাটকের ইতিবৃত্ত খ্যাত হইবে, স্ত্রী-জনের সংখ্যা অল্প হইবে, পুরুষ-জনের সংখ্যা অধিক হইবে, নাটকখানি একাঙ্ক হইবে,

আখ্যানভাগে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত কোনও যুদ্ধ হইবে না, তাহাতে হাস্য-শৃঙ্গার-শান্ত রস থাকিবে না এবং নায়ক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও ধীরোদ্ধত হইবেন। ইত্যাদি।* এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কেবল কতিপয় লক্ষণমাত্র এই পুস্তকে দৃষ্ট হইবে।

এই পুস্তকের মধ্যে আখ্যানভাগের দ্যোতক কতিপয় চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। সেগুলি কিশোর-কিশোরীদের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া আশা করি। ইতি

সম্পাদক

* খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্প স্ত্রীজন-সংযুতঃ।
হীনো গর্ভ-বিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৌশিকী-বৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ॥
রাজর্ষি রথ দিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গার-শান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ॥
(সাহিত্য-দর্পণ)

নাটকোল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীগণ



কেশবদাস	...	ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণী	...	কেশবদাসের পত্নী
জ্যেষ্ঠ	...	কেশবদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র
মধ্যম	...	ঐ মধ্যম পুত্র
কনিষ্ঠ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
ভীম	...	মধ্যম পাণ্ডব
হিড়িম্বা	...	ভীমের রাক্ষসী পত্নী
ঘটোৎকচ	...	হিড়িম্বার গর্ভজাত ভীমের পুত্র
দ্রৌপদী	...	পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী

কাঠুরিয়াদ্বয় ও অনুচরদ্বয়।



মধ্যম ও কনিষ্ঠ



অরণ্য-মধ্যবর্তী পথে কেশব, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের পুত্রত্রয় [৬ পৃঃ

(মুখপত্র)

মধ্যম ও কনিষ্ঠ

(একাঙ্ক নাটক)

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরের মধ্যে একটী পর্ণকুটীর

(কেশবদাস ও ব্রাহ্মণী)

কেশব।—ব্রাহ্মণি, পাণ্ডবদের বনগমনের পর দুরাত্মা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থ-নগর অধিকার ক'রে পাণ্ডবদের প্রিয়পাত্র সকল ব্যক্তিকেই অত্যন্ত উৎপীড়িত ক'র্‌ছে। সে আমাদেরও ব্রহ্মোত্তর ভূমি হরণ ক'রেছে, তা তো শুনেছ ? দুর্য্যোধন আমার উপর অসন্তুষ্ট ব'লে, তার ভয়ে কেউ আমাদিগকে এক মুষ্টিও ভিক্ষা দিতে চায় না। এখানে বাস ক'রে আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হ'য়েছে। এখন কি উপায় করা যায়, ব'ল্‌তে পার ?

ব্রাহ্মণী।—আমি মেয়ে মানুষ; কি উপায়ের কথা ব'ল্‌ব তোমাকে ? তুমি নিজে যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—এতখানি বেলা হ'য়ে গেল, কনিষ্ঠ এখনও কিছুই খায় নি। খাবার খেতে চেয়ে, কিছু না পেয়ে সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোথায় বেরিয়ে গেছে! ছেলেদের কষ্ট আমি আর দেখ্‌তে পার্‌ছি না। এখন আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু ঢাকিয়া নীরবে রোদন)

কেশব।—(ব্যথিত স্বরে) ব্রাহ্মণি, এই কষ্টের জন্যই তো আমার মনে হ'চ্ছে, এই স্থান ত্যাগ করাই আমাদের পক্ষে ভাল। নীতিশাস্ত্রেও বলে 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ।' শুনেছি, পাণ্ডবেরা এখন কাম্যক বনের অনতিদূরে দ্বৈতবনে বাস ক'র্‌ছেন; সেই বনে মহারাজ যুধিষ্ঠির না কি বহু ব্রাহ্মণ ও ঋষিতপস্বিগণকে প্রতিপালন ক'র্‌ছেন। দ্বৈতবন এখান থেকে বহুদূরে অবস্থিত, আর সেখানে যাবার পথও কিছু দুর্গম বটে। কিন্তু আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, আমরাও আমাদের তিনটি পুত্রকে নিয়ে সেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি এত লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমাদের এই পাঁচটি প্রাণীকে কি আর আশ্রয় দিতে পার্‌বেন না?

ব্রাহ্মণী।—তা হয়ত তিনি দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর বর্ত্তমান অবস্থাও তো আমাদের একবার ভেবে দেখা

উচিত। তিনি ও তাঁর ভাইগুলি এখন রাজ্যহীন হ'য়ে বনবাসী হ'য়েছেন। এরূপ অবস্থায় কোন্ মুখে আমরা তাঁকে আমাদের ভরণ-পোষণের ভার নিতে ব'ল্‌ব ?

কেশব।—সে কথা সত্য বটে; কিন্তু তবুও আমার মনে হ'চ্ছে, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যদি তাঁদের সঙ্গে থাক্‌বার অনুমতি না পাই, তখন না হয় কোনও গ্রামে বাস ক'রে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌ব। এখানে যে পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অত্যাচারে ভিক্ষা পর্য্যন্ত মিলে না!

ব্রাহ্মণী।—এখান হ'তে দ্বৈতবনে যেতে কয় দিন লাগ্‌বে ?

কেশব।—শুনেছি, ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে দ্বৈতবন তিনদিনের পথ। দুটী দিন লোকালয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হ'বে। মাঝে মাঝে দুই একখানি বড় বড় গ্রামও আছে, সেখানে ভিক্ষা পাওয়া যেতে পারে; কিম্বা কোনও দয়ালু গৃহস্থের গৃহে আতিথ্যও গ্রহণ ক'র্‌তে পারি। কিন্তু সমস্ত তৃতীয় দিনটি আমাদিগকে একটি গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হ'বে। বন দুর্গম ও জন-মানব-শূন্য। শোনা যায়, পূর্ব্বে এই বনে কির্ম্মীক নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস বাস ক'র্‌ত; কিন্তু মহাবীর ভীম না কি তাকে বধ ক'রে বন নিরুপদ্রব ক'রেছেন। এই

কারণে, এখন রাক্ষসের আর উপদ্রব নাই। দিনের বেলায় বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই বটে; কিন্তু রাত্রিতে হিংস্র বন্য পশুর উপদ্রব হয়। আমরা দ্রুতপদে হেঁটে চ'ল্‌লে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাম্যক বন অতিক্রম ক'রে দ্বৈতবনে নিরাপদে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব। আমার পরামর্শ এই যে, চল আমরা দ্বৈতবনেই যাই।

ব্রাহ্মণী।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে তাই চল। আমি আর কি ব'ল্‌ব? আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হ'বে। কিন্তু আমার শ্বশুরের এই পৈত্রিক ঘর-ভিটে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ শোকে আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। হা ভগবন্, শেষকালে দেশ ছেড়ে আমাদের বনবাসী হ'তে হ'ল! কি ক'র্‌ব, আমাদের যেমন পোড়া কপাল! (বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু ঢাকিয়া আবার অশ্রু বিসর্জ্জন ও ভূতলে উপবেশন) (ব্রাহ্মণের প্রস্থান)

(জ্যৈষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠের প্রবেশ)

কনিষ্ঠ।—মা, মা, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? কি হ'য়েছে, বল না!

মধ্যম।—মা, আপনার চোখে জল কেন?

জেষ্ঠ।—মা, কি হ'য়েছে, বলুন না?

(নীরবে ব্রাহ্মণীর আরও অধিকতর বেগে অশ্রুবিসর্জ্জন)



এই দেখ, কোঁচড় ভ'রে…কুল এনেছি !

[৫ পৃঃ

কনিষ্ঠ।—শোন, দাদা, মার বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই মা কাঁদ্‌ছে। আমারও বড্ড খিদে পেয়েছিল, তাই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে গেছ্‌লুম। এই দেখ না, ওদের বাগানের মালী আমাকে কত মিষ্টি কুল দিয়েছে! কুল খেয়ে আমার পেট ভ'রে গেছে। এই দেখ, কোঁচড় ভ'রে তোমাদের জন্যে, আর মা ও বাবার জন্যে কত ডাগর ডাগর কুল এনেছি! এই নাও তোমরা। (উভয়কে কতকগুলি কুল প্রদান)। মা, তুমিও নাও। কুল খাও মা, কুল খাও; কুল খেলে আর খিদে থাক্‌বে না! ভারি মিষ্টি কুল, মা; বাবার জন্যেও চার্‌টি রেখে দাও। মালী আমায় কালও যেতে ব'লেছে। মা গো, এক গাছ কুল—সব পাকা পাকা কুল! মালী গাছে উঠে ডাল নাড়া দিতেই ঝর্ ঝর্ ক'রে কত কুল গাছের তলায় প'ড়ে গেল! ভারি মিষ্টি কুল; কালও আমি যাব, মা?

ব্রাহ্মণী।—(চক্ষু মুছিতে মুছিতে কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে বসাইয়া) না, বাবা, কাল আর যেও না। বেশী কুল খেলে অসুখ হ'বে।

কনিষ্ঠ।—তবে কাল কি খাব, মা? বল না?

(ব্রাহ্মণীর আবার অশ্রুবিসর্জ্জন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড়-অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী পথ।

(কেশব, ব্রাহ্মণী, ও তাঁহাদের পুত্রত্রয়ের প্রবেশ)

কেশব।—ব্রাহ্মণি, দু'টি দিন তো পথে একরকম কেটে গেল। আজ ভোরের সময় এই কাম্যক বনে প্রবেশ ক'রে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আমরা চ'লেছি; কিন্তু এখনও যে বনের অন্ত পাওয়া যাচ্ছে না! বন যেন ক্রমশঃই নিবিড় ও দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌ছে। সূর্য্যও অত্যন্ত প্রখর হ'য়েছে, আর চারিদিকেই তীব্র ও কর্কশ ঝিল্লীরব শোনা যাচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত একটি মানুষও আমাদের চোখে পড়্‌ল না। কি নির্জ্জন অরণ্য! আহা, তুমিও তো আর হাঁট্‌তে পার্‌ছ না, দেখ্‌ছি; পাথর-কাঁকরের উপর চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে তোমার পা যে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছে! জ্যেষ্ঠ আমাদের ভারী মোটখানা বইতে বইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে; আর মধ্যমের তো কথাই নাই। সে কনিষ্ঠকে ঘাড়ে পিঠে ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে! ভাগ্যে পথের ধারে একটী জলাশয় পাওয়া গেছ্‌ল; তাই

সেখানে স্নানাহ্নিক সেরে, দুই চার্‌টে পদ্মের বীজ খেয়ে কোনও প্রকারে পিত্ত রক্ষা করা গেছে। রৌদ্রে ও ক্লান্তিতে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেছে ও মলিন হ'য়েছে; এস, এই গাছের ছায়ায় সকলে ব'সে একটু বিশ্রাম করি!

ব্রাহ্মণী।—তাই ব'স সকলে; আমার কিন্তু এই বনের ভিতর ঢুকে অবধি সর্ব্বদা গা ছম্‌-ছম্‌ ক'র্‌ছে, আর বুকও দুর্‌ দুর্‌ ক'র্‌ছে!

কেশব।—না, না, ভয়ের কোনও কারণ নাই। হা রে, মধ্যম, তোর মুখ-খানা এত শুকিয়ে গেছে কেন? তুই কি পদ্মের বীজ খাস্‌ নাই?

কনিষ্ঠ।—না, বাবা, মেজদা' কিছুই খায় নি। সে যত পদ্মকোষ তুলেছিল, তাদের বীজ ছাড়িয়ে সব তোমাকে, মাকে, বড়দা'কে আর আমাকে দিয়েছে। নিজে একটীও খায় নি।

ব্রাহ্মণী।—বলিস্‌ কি রে? হা রে মধ্যম, তুই জলে সাঁতার দিয়ে অত পদ্মকোষ তুল্‌লি; আর নিজে একটীও পদ্ম বীজ খাস্‌ নি?

মধ্যম।—মা, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হ'বে ব'লে স্নানাহ্নিক সার্‌তে পারি নাই; তাই পদ্ম-বীজ খাই নাই।

মধ্যম ও কনিষ্ঠ

ব্রাহ্মণ।—শোন, মধ্যম, আমরা এইখানে ব'সে একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছি ; জলাশয় তো আর বেশী দূরে নয় ; তুমি সেখানে স্নানাহ্নিক সেরে কিছু পদ্মবীজ খেয়ে এস, আর যদি পার, কনিষ্ঠের জন্য দুই চার্‌টে নিয়ে আস্‌বে। (সহসা চমকিত হইয়া) ও কিসের শব্দ? কারা যেন দ্রুতপদে এইদিকে আস্‌ছে না?

(দ্রুতপদে দুই জন কাঠুরিয়ার প্রবেশ)

প্রথম কাঠুরিয়া।—(চমকিত হইয়া) এ রে, তোরা ইন্‌ ঠেনে ব'সে কি কর্‌ছুস্‌? [১]

কেশব।—বাছা, তুমি বল্‌তে পার, এখান থেকে দ্বৈতবন আর কত দূরে?

দ্বিতীয় কাঠুরিয়া।—দৈৎ বন? যিন্‌ ঠেনে—মর্‌—পাশুরে যাছি—কি নাম বটে—হুঁ—যিন্‌ ঠেনে তোদের যুধাই রাজা আছে? সে বনটাকে তোরা সাঁঝলে পৌঁছ্‌বি। [২]

প্রথম কাঠুরিয়া।—তোরা উঠে চ'লে যা এখুনি। খুব খর খর চ'লে যা। বিলম্‌ নাই করুস্‌। রাত হ'ল্যে

১। ও হে, তোমরা এখানে ব'সে কি ক'রছ?

২। দ্বৈতবন? যেখানে—মর্‌ ভুলে যাচ্ছি—কি নাম বটে! হাঁ, মনে পড়েছে—যেখানে তোমাদের যুধিষ্ঠির রাজা আছে? সে বনে তোমরা সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছিবে।

ভারি ল্যাঠা হ'ব্যেক্—বন-কুকুর আর বন-ছাগল গুলান্ বাইরাব্যেক্।[১]

জ্যেষ্ঠ।—(সবিস্ময়ে) বনকুকুর আর বন-ছাগল কি হে?

প্রথম কাঠুরিয়া।—তুই নাই জানুস্? তুরা যিন্‌টোকে বাঘ বলুস্, সিটোকে হাম্‌রা বন-কুকুর বলি ন? আর তুরা যিনটোকে ভালুক বলুস্, সিটোকে হামরা বন-ছাগল বলি ন?[২] বেলা রইতে রইতে[৩] বনটা পার হ'য়ে চলে যা। ইটো ভারি ডাগর বন বটে।

দ্বিতীয় কাঠুরিয়া।—আর হাম্‌রা এখুনি শুন্‌লি কি—আজ হিড়ির ব্যাটা ঘড়াকুচাও বাইর‍্যাইচে। এই দ্যাখ্‌না, হামরা আজ কাঠ না কাট্যেই ঘরকে পালাছি।[৪]

কেশব।—(সাশ্চর্য্যে) হিড়ির ব্যাটা ঘড়াকুচা কে হে?

দ্বিতীয় কাঠুরিয়া।—তুই নাই জানুস্ ঘড়াকুচাকে? সিটো যে একটা বড় রাক্‌খুস্ বটে হে—মানুষ ধ'রে খায়।

১। তোমরা এখনি উঠে চলে যাও; খুব দ্রুতপদে যাও; বিলম্ব করো না; রাত্রি হ'লে বড় বিপদ হবে; বন-কুকুর ও বন-ছাগলগুলা বাহির হ'বে।

২। তুমি জান না? তোমরা যাহাকে বাঘ বল, তাকে আমরা বন-কুকুর বলি না? আর তোমরা যাহাকে ভালুক বল, তাকে আমরা বন-ছাগল বলি না?

৩। রইতে রইতে—থাক্‌তে থাক্‌তে।

৪। আর আমরা এখনি শুন্‌লাম যে, হিড়ির ব্যাটা ঘড়াকুচাও বাহির হইয়াছে। এই দেখ না, আজ আমরা কাঠ না কেটেই ঘরে পালিয়া যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী।—(সভয়ে) ও মা, কি হ'বে গো! শুনে যে বুক্ দুর্ দুর্ ক'র্ছে! মধুসূদন, মধুসূদন, রক্ষা কর!

(নেপথ্যে সহসা ভয়ানক হুঙ্কার ও গর্জ্জন)

কাঠুরিয়া-দ্বয়।—(সভয়ে চমকিত হইয়া)—হুই রে!—হুই রে! —হিড়িব ব্যাটা ঘড়াকুচাই বটে!—পালা, পালা!—মার্ দেলা![১]

(কাঠুরিয়াদ্বয়ের বেগে পলায়ন)

(সহসা ভীষণাকার, পিঙ্গলকেশ, আরক্তচক্ষু ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত ঘটোৎকচের প্রবেশ এবং তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাহাদের পুত্রত্রয় ভয়ে আড়ষ্ট)

ঘটোৎকচ।—(বিকট আনন্দের সহিত) হাঃ, হাঃ, হাঃ! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে! দেখ্ছি, এতক্ষণে মার পারণের ভাবনাটা দূর হ'ল! বাঃ, বাঃ! একটা নয়, দুটা নয়, একেবারে পাঁচ পাঁচটা বামুন! ভারি মজা তো! (স্বগত) কিন্তু এদের মধ্যে ঐ মেয়েমানুষটাকে তো বাদ দিতে হ'বে। মা যে মেয়েমানুষের মাংস খাবে না। আর ঐ বুড়া বামুনটাকেও বাদ দিতে হ'বে—কেবল অস্থি-চর্ম্ম-সার!

১। ঐ রে, ঐ রে—হিড়িব ব্যাটা ঘড়াকুচাই বটে!—পালা, পালা, চ'লে আয়!



ও বুড়ো বামুন, তুই থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিস্ কেনে ? [১১ পৃঃ

ও-র দেহে তো রস্-কস্ কিছুই নাই—কেবল চিম্‌ড়ে মাংস। বড় ছেলেটা মন্দ নয়—কিন্তু মেজটা ওর চেয়ে ভাল—মোটা তাজা বটে। আর ঐ ছোট-টা—ওটাকে তো ভাতে দিলে চমৎকার হয়! এই তিনটেকেই ধ'রে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে—কিন্তু মার আদেশ, কেবল একটা বামুন বা ক্ষত্রিয় ধ'রে নিয়ে আস্‌বি—দুটাও নয়, তিনটাও নয়—তা হ'লে রেগে আগুন হ'য়ে উঠ্‌বে। একে তো উপোস ক'রে আছে—কাল নরমাংসে তার পারণ হ'বে। আরে—মা কি নরমাংস খেতে চায়—বলে অনেকদিন ছেড়েছি—তার উপর যদি রেগে উঠে—কার সাধ্য তাকে খাওয়ায়? আমার কিন্তু তিনটার উপরেই ভারি লোভ হ'চ্ছে। মাকে একটা দিয়ে, না হয় আর দুটাকে জীয়িয়ে রাখতাম্। না-না—আর লোভ ক'রে কাজ নাই। মার আদেশমত কেবল একটাকেই ধ'রে নিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) হিঃ হিঃ হিঃ! বলি ও বুড়া বামুন, তুই এমন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিস্ কেনে? বুঝ্‌তে পেরেছিস্, যখন চিল প'ড়েছে, তখন কুটাটাও না নিয়ে উঠ্‌বে না। আমি তোদের সকলকে চাই না—তোকে আর ঐ মেয়েমানুষটাকেও চাই না। আমার মা'র কত দয়া দেখেছিস্—সে মেয়েমানুষ খায় না, আর

বুড়াও খায় না—সে খায় কেবল ছেলে আর জুয়ান মানুষ। তোদের ঐ ছেলে তিনটার মধ্যে একটাকে দে,—মার কাল্‌কের পারণের জন্যে নিয়ে যাই। মা আজ তিন দিন উপোস ক'রে আছে।

কেশব।—(সভয়ে) কে বাবা তুমি? তোমার চেহারা দেখে তো রাক্ষস বলে মনে হয় না—তোমাকে তো মানুষ ব'লেই মনে হ'চ্ছে। কেন, বাবা, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে আর এই ছেলে গুলিকে ভয় দেখা'চ্ছ? পথ ছেড়ে দাও, বাবা, আমরা চ'লে যাই।

ঘটোৎকচ।—(ক্রুদ্ধ হইয়া) বাঃ বাঃ, বামুন তো ভারি রসিক দেখ্‌ছি! বলা হ'চ্ছে কি না—'পথ ছেড়ে দাও, বাবা, আমরা চ'লে যাই।' পথ তো প'ড়ে আছে—চ'লে যা না তোরা—তোদের একটা ছেলেকে দিয়ে। কে তোদের আট্‌কে' রেখেছে? তামাসা ক'র্‌বার আর লোক পেলি না বুঝি? আমি কে, তা তুই জানিস্? আমি ভীম আর হিড়িম্বার ব্যাটা ঘড়াকুচা—মা কিন্তু আমায় আদর ক'রে ডাকে 'ঘটোৎকচ।' তোদের এই তিনটা ছেলের মধ্যে কোন্‌টাকে দিচ্ছিস্, দে; আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না।

কেশব।—(ভয়ে নিস্তব্ধ ; কিয়ৎক্ষণ পরে স্খলিত বচনে বলিলেন) কোন্ ভীমের পুত্র তুমি, বাবা ?

ঘটোৎকচ।—(সক্রোধে) আরে অত পরিচয় তোকে দেবার আমার সময় নাই। আমার পরিচয় নিয়ে তোর কি হ'বে ? আমি আমার বাপ্‌কে কখনও দেখি নাই—কিন্তু বামুনের অভাবে আজ তাকেও পেলে মার পারণের জন্য নিশ্চয় ধ'রে নিয়ে যেতাম ! এখন কি বল্‌ছিস্, বল্ ; কোন্ ছেলেটা দিচ্ছিস্ আমাকে ?

ব্রাহ্মণী।—(সাশ্রুনয়নে ও স্খলিত বচনে) বাবা, তুমি আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার স্বামীকে ও ছেলে তিনটিকে ছেড়ে দাও, বাবা ; দোহাই তোমার !

ঘটোৎকচ।—(ক্রোধে দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া ও মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া) দো-হা-ই তো-মা-র ! বলি, এতক্ষণ কি শুন্‌লি, বাম্‌নি ? আমি গোড়াতেই ব'লেছি যে, আমার মা মেয়ে মানুষের মাংস খায় না, আর ঐ রস-কস-হীন বুড়োটারও মাংস খাবে না। তোদের এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি—একটা ছেলেকে দিয়ে বাকী দুটাকে নিয়ে চ'লে যা। তোর ঐ কোলের ছেলেটাকে দে না—বেশ কচি আর নধরও বটে—মা খেয়ে খুসী হ'বে ! (ব্রাহ্মণী অস্ফুট চীৎকার করিয়া কনিষ্ঠকে বুকের কাছে টানিয়া জড়াইয়া ধরিলেন)।

কনিষ্ঠ।—দাও না মা আমায় ছেড়ে? তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? বাবা, বড়দা', মেজদা' থাক্‌বে। তারা ভিক্ষে ক'রে এনে তোমাকে খাওয়াবে। আমি যে, মা, কোথাও যেতে পারি না—আর ভিক্ষে ক'র্‌তেও জানি না। আমার খিদে পেলেই কাঁদি, আর তোমাকেও কাঁদাই। আমাকে আট্‌কে' রেখে কি হ'বে, মা? ছেড়ে দাও, আমি ঘড়াকুচার সঙ্গে চ'লে যাই—আর তোমরাও এখান থেকে চ'লে যাও। ঘড়াকুচার সঙ্গে যেতে আমার কিছুই ভয় হ'বে না। ছেড়ে দাও, মা, আমি চ'লে যাই। তুমি কেঁদ না।

ব্রাহ্মণী।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) ষাট্! ষাট্! অমন কথা বল্‌তে নাই, বাবা! তুই যে আমার বুক-জোড়া ধন, রে! আমি কোন্ প্রাণে তোকে রাক্ষুসীর পেটে দিব রে? তোকে নিয়ে গেলে আমি এখনই আত্মঘাতী হ'য়ে ম'র্‌ব।

জ্যেষ্ঠ।—বাবা, অনুমতি করুন, আমি রাক্ষসের সঙ্গে যাই। আমার স্নেহের দুইটি ভাই রইল। আপনারা এদের লালন-পালন ক'র্‌বেন, আর এদের মুখ চেয়ে আমার শোক ভুল্‌বেন। রোগেও ত আমি ম'রে যেতে পার্‌তুম্; তখন কি ক'র্‌তেন আপনারা? জন্ম হ'লেই মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। আমার জন্য শোক ক'র্‌বেন না—আমায় যেতে দিন্‌।

কেশব।—কি নিদারুণ কথা আমায় শুনালি, জ্যেষ্ঠ? অমন কথা আর মুখে আনিস্‌ না। তুই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রথমেই তোকে লাভ ক'রে, আমরা ধন্য হ'য়েছি; তুই আমার বংশের প্রদীপ। তুই আমার পিণ্ডাধিকারী—তোর প্রদত্ত জলপিণ্ডের জন্য আমাদের পিতৃগণ স্বর্গ থেকে সোৎসুক নয়নে চেয়ে আছেন। তোর পরিবর্ত্তে আমি নিজে যেতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ব'লে রাক্ষস আমায় নিতে চায় না! বাবা, তুই গেলে, এই মুহূর্ত্তেই আমি শোকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।

মধ্যম। (স্বগত) বেশ হ'ল, এইটিই আমি চাচ্ছিলুম; মা ছোট ভাইটিকে আট্‌কালেন, আর বাবা আট্‌কালেন বড়দা'কে। এঁদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আজ আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে এঁদের প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব ব'লে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হ'য়েছে। ধন্য আমি! আর ধন্য আমার জীবন! (প্রকাশ্যে) বাবা, মা, আপনারা ঠিক কথা ব'লেছেন, আর ঠিক কাজই ক'র্‌ছেন। আপনারা নিরুদ্বেগ হউন; আমি আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে

আজ ভাইদের প্রাণ বাঁচা'ব। বড়দা' আমাদের বংশের তিলক, আর কনিষ্ঠ মার ও আমাদের সকলেরই একান্ত স্নেহের পাত্র। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ মার অঞ্চলের নিধি। তাকে হারা'লে মা নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বেন না; তা হ'লে আমরা মাতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হ'ব। বড়দা'কে হারালে, বাবা, আপনারও প্রাণসংশয় হ'বে। তা হ'লে আমি পিতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হ'ব। আমার এই তুচ্ছ প্রাণের মূল্য কি? যদি আজ আমি এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে, ভাইদের প্রাণ বাঁচাতে পারি, আর আপনাদিগকেও এই বিপদ্ হ'তে ত্রাণ ক'র্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার প্রাণের কিছু মূল্য হ'বে, আর আমার জীবন-ধারণও সার্থক হ'বে। আজ আমার জীবনে মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত; এমন সৌভাগ্য কার হয়? মা যে আমাকে গর্ভে ধারণ ক'রেছিলেন, তা আজ সার্থক হ'ল। মা, বাবা, আপনারা আমার জন্য কিছুমাত্র শোক ক'র্‌বেন না। আমি ধন্য হ'য়েছি,—আমার জীবনটা যে আপনাদের কিছুমাত্র উপকারে লাগ্‌ল, সেই জন্য আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হ'য়েছে। আপনাদের শ্রীচরণে আমি বিদায় নিচ্ছি। চল, রাক্ষস, চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এঁদের অভয় দাও, এঁরা চলে যান। আমার

যাবার কিছুমাত্র বিলম্ব নাই। কেবল আজিকার স্নানাহ্নিকটি সেরে নেবার জন্য আমি অদূরবর্ত্তী জলাশয়ে একবার যাব। অনুমতি দিবে কি ?

ঘটোৎকচ।—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যা ; কিন্তু শীগ্‌গির্ ফিরে আসিস্, যেন বিলম্ব না হয়।

মধ্যম।—বিলম্ব হ'বে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। (পরে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

গান

সার্থক জনম মম, সার্থক মম জীবন।
(আজি) আত্মাহুতি দিয়ে করি জীবন-যজ্ঞ সমাপন।
জ্যেষ্ঠের জীবন তরে, মরিব আজ অকাতরে,
মায়ের কোলে কনিষ্ঠেরে রেখে যাব শমন-সদন।
কি আনন্দ হৃদে জাগে, পরিপূর্ণ চারি ভাগে,
উছলিয়া নয়ন-কোণে ঝরে পুলক-প্রস্রবণ।
মাগো, তোর স্নেহের ধার, শোধিতে নারিনু আর,
পিতঃ, তব বৃদ্ধকালে সেবিতে নারিনু চরণ।
হৃদে জাগে এই সাধ, কর মা গো আশীর্ব্বাদ,
জন্মে জন্মে মধ্যম হ'য়ে, (যেন) পান করি তব স্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত গভীর অরণ্য।

(কেশব, ব্রাহ্মণী, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ও ঘটোৎকচ)

ঘটোৎকচ।—(চঞ্চলভাবে পাদচারণা করিতে করিতে ও জলাশয়ের দিকে বার বার চাহিতে চাহিতে মধ্যমকে আসিতে না দেখিয়া কেশবকে বলিল)

তোদের ছেলেটা তো অনেক ক্ষণ স্নানাহ্নিক ক'র্‌তে গেছে! কোথাও পালিয়ে গেল না কি? না, জলে ডুবে ম'র্‌ল? কই, এখনও তো সে এল না? সে যদি আস্‌তে বিলম্ব করে, তা হ'লে, ব'লে রাখ্‌ছি—এই দুটো ছেলের মধ্যে যেটাকে হোক্, আমি নিয়ে যাব। তার আসার জন্যে আমি আর অপেক্ষা ক'র্‌ব না।

(কেশব ও ব্রাহ্মণী ভয়ে ও শোকে মুহ্যমান হইয়া নীরব রহিলেন)।

ঘটোৎকচ।—(অনেকক্ষণ পথ পানে চাহিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলি

নাঃ—সে তো এল না—আমি আর অপেক্ষা ক'র্‌ব • ।

তোরা কি নাম ধ'রে সেই ছেলেটাকে ডাকিস্?

(সকলে নীরব)

কনিষ্ঠ।—(অল্পক্ষণ পরে), বল না, বাবা, তার নাম? ভয় কি তোমাদের? সত্য কথা ব'ল্‌তে ভয় কি? শোন, রাক্ষস, আমি ব'ল্‌ছি, তার নাম 'মধ্যম।'

ঘটোৎকচ।—মধ্যম? আচ্ছা, আমি তারে ডাক্‌ছি। আরে মধ্যম, আরে মধ্যম—বিলম্ব করিস্‌ না—শীগ্‌গির আয়। (পুনঃ পুনঃ আহ্বান)

(সহসা বিপরীত দিক হইতে দ্রুত পদধ্বনি, এবং ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—কে ডাক্‌ছিলে আমায়? (ভীম ঘটোৎকচকে দেখিয়া চমকিত হইলেন)

ঘটোৎকচ।—কই, তোমাকে তো আমি ডাকি নাই। আমি এদের 'মধ্যম' নামের ছেলেটাকে ডাক্‌ছিলাম।

ভীম।—আমার নামও তো 'মধ্যম'! কেন ডাক্‌ছিলে এদের ছেলেকে? দেখ্‌ছি, তুমি তো রাক্ষস! রাক্ষস কি? না মানুষ? ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে!

ঘটোৎকচ।—আমি ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ। মানুষও বটি—রাক্ষসও বটি!

ভীম। (স্বগত) হাঁ, আমিও আকার প্রকারে তাই মনে ক'র্‌ছিলুম। এই জন্যই বোধ হয় একে দেখে মনের মধ্যে অপত্য-স্নেহের আবির্ভাব হ'চ্ছিল! কি বীরত্ব-

ব্যঞ্জক আকার! (প্রকাশ্যে) এখানে এঁদের মধ্যম পুত্রের সহিত কি প্রয়োজন তোমার?

ঘটোৎকচ।—বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; তা তোমাকে আমি ব'ল্‌তে চাই না।

ভীম। (দৃঢ়স্বরে) নিশ্চয় তোমাকে ব'ল্‌তে হ'বে। দেখ্‌ছি তো এঁরা ব্রাহ্মণ। নিরীহ ও অসহায় পথিকের উপর তোমার এরূপ অত্যাচার কেন?

ঘটোৎকচ। (ক্রুদ্ধস্বরে) অত্যাচার? অত্যাচার কা'কে বল? মৃগ-বরাহ তো তোমাদের খাদ্য। এইরূপ জন্তু দেখ্‌তে পেলে খাবার জন্য তোমরা তাকে বধ কর কি না? মানুষও আমাদের খাদ্য। সেইজন্য মানুষ পেলেই আমরা ধ'রে নিয়ে যাই। কিন্তু আমার মা হিড়িম্বার কত দয়া দেখ! উপোস করে আছে; কাল নরমাংস খেয়ে পারণ ক'র্‌বে। (ভীম চমকিত হইয়া উঠিলেন!) কিন্তু যে-সে মানুষ সে খাবে না—তার জন্য একটা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় চাই। আমি এই অরণ্যে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এদের দেখ্‌তে পেয়েছি—আর এদের মধ্যম ছেলেটাকে পেয়ে এদের সকলকে অভয় দিয়েছি! একে কি তুমি অত্যাচার বল? সেই মধ্যম ছেলেটা ঐ দিকের একটা পুকুরে স্নানাহ্নিক ক'র্‌তে গিয়ে বহু বিলম্ব ক'র্‌ছে। সেই জন্যে

তাকে ডাক্‌ছিলাম।—এই যে! সে এসে প'ড়েছে। চল্ রে মধ্যম চল্; এত বিলম্ব কর্‌লি কেন?

(পদ্মের বীজ ছাড়াইয়া ও সেগুলি হাতে লইয়া মধ্যমের প্রবেশ)

মধ্যম।—(কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কনিষ্ঠকে বলিল) ভাইটি আমার, পদ্মকোষ তুল্‌তে ও পদ্মের বীজ ছাড়া'তে একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এইগুলি খাও তুমি, আমি দেখে যাই। (পদ্মের বীজ প্রদান)

কনিষ্ঠ।—(পদ্মের বীজ হাতে লইয়া মধ্যমের হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল) না, দাদা, তুমি যেও না; তোমাকে না দেখ্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না। তুমি যেও না গো দাদা! (ক্রন্দন ও সেই সঙ্গে তাহার মাতাপিতারও অশ্রুবর্ষণ)

মধ্যম।—ছিঃ ভাই, অমন কথা বল্‌'তে নাই। বাবা, মা, বড়দা', সকলেই রইলেন। আমার জন্যে কেঁদ না; লক্ষ্মী-ভাইটি আমার, এইগুলি খাও।

কনিষ্ঠ। এইগুলি দিয়ে তুমি আমাকে ভুলিয়ে রেখে যাবে, বুঝি? আমি তোমার ফন্দি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি পদ্মের বীজ খাব না।—(ভূমিতে ফেলিয়া দিল) তুমি যেও না; আর যাবে যদি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি মার কাছে বা কারুর কাছে

থাক্‌ব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। চল আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে। (রোদন ও সকলের চক্ষে জল)

মধ্যম।—মা, বাবা, বড়দা'—আমি আপনাদের শ্রীচরণে প্রণত হই। আপনারা কেউ আমার জন্য শোক ক'র্‌বেন না। আমি যে আজ ভাইদের প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লুম, এতেই আমার হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হ'য়েছে, আর আমি নিজের জীবনকেও ধন্য ও সার্থক মনে ক'র্‌ছি। তবে এখন আমি আপনাদের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ছি। (সকলের ক্রন্দন)

কনিষ্ঠ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) ও গো দাদা, আমাকে ফেলে যেও না গো! আমি তোমার সঙ্গে যাব গো! (উঠিয়া দাঁড়াইল)

ঘটোৎকচ।—ওরে মধ্যম, তুই শীগ্‌গির চলে আয় আমার সঙ্গে।

(মধ্যম যাইতে উদ্যত হইল, কনিষ্ঠও বলপূর্ব্বক জননীর হাত ছাড়াইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

ভীম।—(ব্যথিত স্বরে) থাম, মধ্যম, তুমি যেও না। এই রাক্ষস দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে পরাজিত না ক'র্‌তে পার্‌লে, তোমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

ঘটোৎকচ।—(সক্রোধে) কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! ভীম আর হিড়িম্বার ব্যাটা ঘড়াকুচার সঙ্গে তুই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'র্‌বি! আজ তোকেও বধ ক'রে তোর মাংসে আমার উদর পূর্ণ ক'র্‌ব। আয় তবে।—(বাহ্বা-স্ফোটন)

ভীম।—তবে তুইও এগিয়ে আয় রে রাক্ষস! দেখি, তোর বাহুতে কত বল!

(উভয়েই ক্রোধে বাহ্বাস্ফোটন, পরস্পরকে আক্রমণ ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল; পরে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। পরিশেষে উভয়েই যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পর হইতে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইল)

ভীম।—কই, রে রাক্ষস, আমাকে তো পরাজিত ক'র্‌তে পার্‌লি না?

ঘটোৎকচ।—(বিদ্রূপের কণ্ঠে) তুইও তো আমাকে পরাজিত ক'র্‌তে পার্‌লি না। তবে দে এখন ছেড়ে ঐ মধ্যম ছেলেটাকে!

ভীম।—শোন্, রে ঘটোৎকচ, প্রাণ থাকৃতে তা আমি পার্‌ব না। আমি বেঁচে থাক্‌তে তুই ব্রাহ্মণের ছেলেকে ধ'রে নিয়ে যাবি? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর?

ঘটোৎকচ।—তবে আর একবার লড়্‌বি, আয়। এইবার তোকে নিশ্চয়ই যমের ঘরে পাঠা'ব। (আবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের উদ্যম)

ভীম।—(ঈষৎ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, থাক্, থাক্, আর লড়ালড়িতে কাজ নাই। তুই ধ'রে নে যেন আমারই পরাজয় হ'ল। তোর রাক্ষসী মা তো তার পারণের জন্য একটি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ধ'রে নিয়ে যেতে ব'লেছে? এই ব্রাহ্মণ ছেলেটির পরিবর্ত্তে তুই আমাকেই নিয়ে চল্। আমি ক্ষত্রিয়—আমার মাংস খেতে তোর মায়ের কোনও আপত্তি হ'বে না।

ঘটোৎকচ।—(হাসিয়া) আপত্তি? আপত্তি কেন হ'বে? বরং তোর মত শিকার ধ'রেছি ব'লে মা খুব আহ্লাদিতই হ'বে। ঐ ছেলেটার মাংসের চেয়ে তোর মাংস বিলক্ষণ সুস্বাদু হ'বে।

ভীম।—(হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা, তাই চল্। (কেশবের দিকে চাহিয়া) আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন?

কেশব।—বাবা, আমরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় পাব ব'লে দ্বৈতবনে যাচ্ছিলুম। পথে দেখ্‌ছেন তো এই বিপদ!

ভীম।—(ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) কোই হ্যায় ? (ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ভীমের দুই অনুচরের প্রবেশ) ওহে দেখ, তোমরা এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও ছেলে তিনটিকে পথ দেখিয়ে দ্বৈতবনে নিয়ে যাও। আমি এই রাক্ষসের সঙ্গে যাচ্ছি।

অনুচরদ্বয়।—(করজোড়ে) বীর, আমরা একজন আপনার সঙ্গে যাব না ?

ভীম।—না—কোনও প্রয়োজন নাই।

কেশব ও ব্রাহ্মণী।—(সাশ্রুনয়নে) বাবা, আমাদের মধ্যমকে বাঁচা'তে গিয়ে তুমি নিজের প্রাণ দিতে যাচ্ছ? কে বাবা তুমি ?

ভীম।—(হাসিয়া) আমি যেই হই, আপনারা আমার জন্য কোনও চিন্তা ক'র্‌বেন না। আপনারা এদের সঙ্গে যান। (ঘটোৎকচের সহিত ভীমের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

গভীর অরণ্য ; হিড়িম্বার বহির্ব্বাটীর অঙ্গন।

(ভীম ও ঘটোৎকচের প্রবেশ)

ঘটোৎকচ।—মা, মা—তোমার জন্যে কেমন শিকার ধ'রে এনেছি, দেখ্‌বে এস।

হিড়িম্বা।—(অন্তরাল হইতে) বেশ ক'রেছ ; শক্ত ক'রে বেঁধে রেখে দাও, যেন না পলায়। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট বটে তো? ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়?

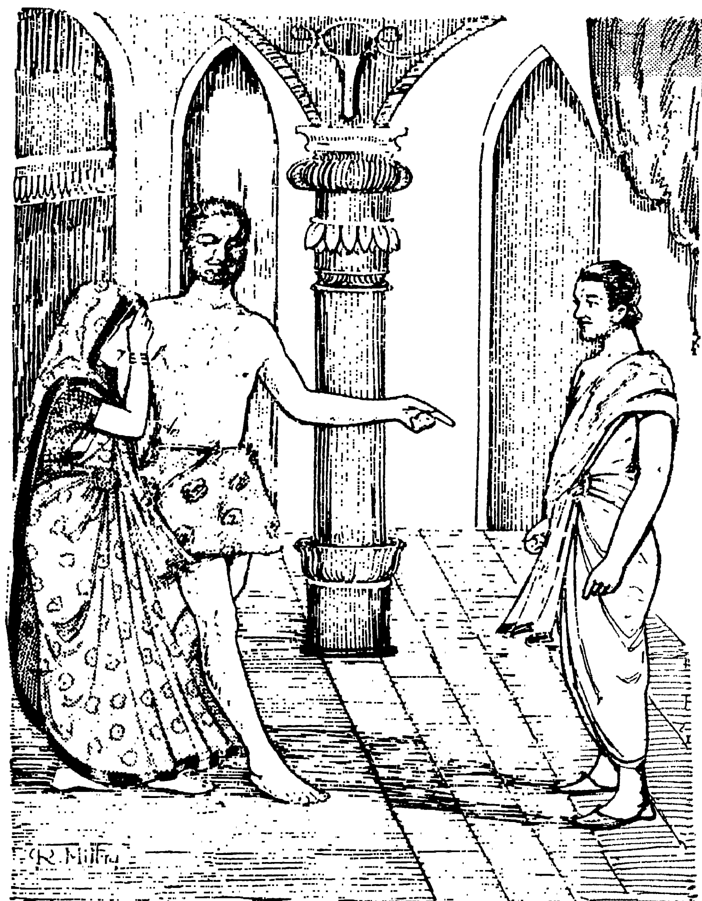
ঘটোৎকচ।—ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। কেমন শিকার এনেছি একবার বেরিয়েই দেখ না।

হিড়িম্বা।—এখন আমি কাজে বড় ব্যস্ত ; যেতে পার্‌ব না। পাচককে বলে দাও,—কাল আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে যেন শিকার বধ না করে।

ঘটোৎকচ।—(সক্রোধে) কি এমন কাজ তোমার, যে একটি-বার বেরিয়ে এসে দেখ্‌তে পার না?

হিড়িম্বা।—রাগ ক'র্‌ছিস্ কেন, ঘট? আচ্ছা, যাচ্ছি।

(সুন্দরী রমণীবেশে হিড়িম্বার প্রবেশ ; হিড়িম্বা ভীমকে দেখিবামাত্র



হিড়িম্বা ভীমকে দেখিবামাত্র ঘোম্‌টা টানিয়া দিল [২৭ পৃঃ

চিনিতে পারিয়া, লজ্জায় জিভ্ কাটিয়া ও মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া স্বগত বলিল) আ মরি মরি! বেশ শিকার তো? এ যে স্বয়ং আর্য্যপুত্রকে ধ'রে এনেছে, দেখ্‌ছি! কি সুপ্রভাত আমার!

(মুহূর্ত্ত মধ্যে হিড়িম্বা ভীমের নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিয়া বলিল)—আর্য্যপুত্র, হিড়িম্বা আপনার চরণে প্রণাম ক'র্‌ছে। আপনার কুশল তো? পুত্রের অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন—সে তো আপনাকে কখনও দেখে নাই। (পরে ঘটোৎকচের দিকে চাহিয়া) ঘটোৎকচ, তোমার পিতাকে প্রণাম কর—তুমি যাঁকে দেখ্‌তে চেয়েছিলে—এই তিনি!

(ঘটোৎকচ কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মাতার আদেশে ভীমের পদ বন্দনা করিল)

ভীম। (ঘটোৎকচের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া) বৎস, তুমি দীর্ঘায়ু হও। আজ তোমার বাহুবল দেখে আমি বড় আনন্দিত হ'য়েছি। আমার যোগ্য পুত্র তুমি। (পরে হিড়িম্বার দিকে চাহিয়া) হিড়িম্বে, এখনও কি রাক্ষসী-প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'র্‌তে পার নাই? এখনও কি নরমাংসে লোভ আছে?

হিরিম্বা।—না, আর্য্যপুত্র, তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার পর থেকেই আমি আর কখনও নরমাংস স্পর্শ করি নি?

কিন্তু তোমার এই ছেলেটি বড় দুরন্ত। তার স্বভাব যা'বে কোথায়? জন্ম থেকে কখনও তো বাপকে দেখে নি? আর বাপও ছেলের কোনও সংবাদ রাখেন নি, বা তাকে কিছু শিক্ষাও দেন নি! কাজেই ছেলে এখনও রাক্ষসই আছে।

ভীম।—তা' হ'লে, তোমার পারণের জন্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ধ'রে আন্‌তে ব'লেছিলে কেন?

হিড়িম্বা।—(হাসিয়া) তবে শুন্‌বে? নরমাংস খাবার জন্যে ঘট প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করে। আমি তাকে ব'লেছিলুম, আমি অনেক দিন নরমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি; এখন আবার যদি নরমাংস খেতে হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কোনও মানুষের মাংস আমি খাব না। তোমরা সব দ্বৈতবনে এসেছ, তা আমি শুনেছি; আর আমাদের এই কাম্যক বনে তুমি প্রায় প্রত্যহ মৃগয়া ক'র্‌তে এসে থাক, তাও আমি শুনেছি। সেই জন্য ঘটকে আমি ব'লেছিলুম, আমি একটা ব্রত ক'র্‌ছি; ব্রতের পর পারণের দিনে যদি একটা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ধ'রে আন্‌তে পারিস্‌, তা হ'লে আমি নর-মাংস খাব। জানি আমি যে, তুমি দ্বৈতবনে থাক্‌তে কেউ ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয়, বা

কোনও মানুষের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত দিতে পার্‌বে না। আর যদিই ঘট কারেও ধ'রে আনে, তা হ'লে সংবাদ পেলে, নিশ্চিত এখানে তোমার শুভাগমন হ'বে। (হাসিয়া) আমি যা কল্পনা করেছিলুম, দেখ, ঠিক্ তাই হ'য়েছে! তোমার শুভাগমনে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি, আর ঘটও ধন্য হ'ল। ঘট, তোমার পিতার জন্য একটা আসন নিয়ে এস। আমি পাদ্য নিয়ে আস্‌ছি।

(আসন ও পাদ্য আনয়ন)

তুমি কোন্ দিন না কোন্ দিন দাসীর গৃহে আস্‌বেই আস্‌বে—এই মনে ক'রে আমি প্রত্যহই তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ ক'রে রাখি। যদি অনুমতি কর, তোমার জন্য সুশীতল পানীয় জল, আর কিছু ফল নিয়ে আসি।

ভীম।—(হাসিয়া) আচ্ছা, তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, কর।—হিড়িম্বে, তুমি তো আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনেছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির আর আমরা সকলেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের চক্রান্তে আজ রাজ্যহীন, সহায়-সম্পত্তি-হীন ও বনবাসী! দুর্য্যোধনের সঙ্গে শীঘ্রই একটা সংগ্রাম বাঁধ্‌বে। বীর ঘটোৎকচ,—বৎস,—সেই

সময়ে তোমার সাহায্য আবশ্যক হ'বে। তুমি আজ থেকে নর-মাংস-ভোজন পরিত্যাগ কর। মৃগমাংস বা বরাহ-মাংস খাও, আর এই অসভ্য বনবাসীদিগকে অভয় প্রদান কর। তুমি দ্বৈতবনে এসে মহারাজ ও আমাদের ভাইদের সঙ্গে পরিচিত হও, আর যুদ্ধবিদ্যা শিখে এই বনবাসীদিগকেও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দাও। তোমার দ্বারা অসভ্য বনবাসীদের প্রভূত মঙ্গল হ'বে, আর যথাসময়ে আমাদেরও বিলক্ষণ উপকার হ'বে।

ঘটোৎকচ।—(প্রফুল্ল হইয়া) পিতঃ, চলুন, আজই আপনার সঙ্গে দ্বৈতবনে গিয়ে পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃব্য-গণের শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আসি। আমাকে যে আদেশ ক'র্‌লেন, আমি তাই ক'র্‌ব। আজ হ'তে আমি নরমাংস ভোজন ত্যাগ ক'র্‌লাম, আর বনবাসীদিগকেও অভয় দিলাম।

ভীম।—সাধু, সাধু, বৎস! চল তবে, এখন দ্বৈতবনে যাওয়া যাক্। সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তাঁদের ছেলেগুলি নিরাপদে সেখানে পৌঁছ্‌ল কি না, দেখ্‌তে হ'বে। এস তবে আমার সঙ্গে। (উঠিতে উদ্যত)

হিড়িম্বা।—আমি যে তোমার জন্যে ফল আর জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

ভীম।—(হাসিয়া) দাও তবে একটি ফল। (জলদ্বারা হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন ও পরে হিড়িম্বা-প্রদত্ত ফল-ভক্ষণ ও আচমন)

হিড়িম্বা।—আমি ধন্য হ'লুম। (প্রণাম করিল) এই দাসীকে মনে রাখ্‌বেন, যেন ভুল্‌বেন না।

ঘটোৎকচ।—মা, তোমার শ্রীচরণে প্রণাম। আজ পিতার দর্শন পেয়ে আমিও ধন্য হ'য়েছি। তাঁর সঙ্গে এখুনি আমি দ্বৈতবনে যাচ্ছি।

হিড়িম্বা।—এস, বৎস!

(মাতাকে প্রণাম করিয়া ভীমের সহিত ঘটোৎকচের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বৈতবনের মধ্যে একখানি কুটীর

(কেশব দাস ও ব্রাহ্মণী আসীন)

কনিষ্ঠ।—(বাহিরে খেলা করিতে করিতে কুটীরের মধ্যে বেগে ছুটীয়া আসিয়া) মা—মা—বাবা—বাবা—কাল্‌কের সেই মধ্যম-বীর আর সেই ঘড়াকুচা আমাদের এই দিকে আস্‌ছে !

কেশব।—বলিস্‌ কি রে ?

কনিষ্ঠ।—হাঁ, বাবা, দেখ্‌বে এস !

কেশব।—ব্রাহ্মণি, কাল পথে আস্‌তে আস্‌তে সেই অনুচর ছুটীর মুখে শুন্‌লে তো, যিনি আমাদের মধ্যমকে বাঁচালেন, তিনিই মধ্যম পাণ্ডব—মহাবীর ভীম ! আমিও সেইরূপ মনে করেছিলুম, কিন্তু তাঁকে ঠিক্‌ চিন্‌তে পারি নাই। আমাদের ভাগ্যক্রমেই তিনি ঠিক্‌ সময়ে এসে প'ড়েছিলেন। তিনি না এলে আজ আমাদের মধ্যমের কি দশা হ'ত ?

ব্রাহ্মণী।—(বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া)—আমাদের ভাগ্যের কথা কি আর ব'লতে হয়? স্বয়ং মধুসূদন মধ্যম-পাণ্ডবের রূপ ধ'রে আমার মধ্যমকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কাল সারাপথ আমি ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে এসেছি—আহা, আমার মধ্যমকে বাঁচা'তে গিয়ে মধ্যম পাণ্ডব আপনার প্রাণ দিলেন? কাল সারা রাত্রির মধ্যে আমি একটুও ঘুমোতে পারি নি। মধ্যম-পাণ্ডব বেঁচে আছেন, এই কথা কনিষ্ঠের মুখে এখুনি শুনে এতক্ষণে আমার সমস্ত ভাবনা দূর হ'ল। যাও না তুমি একটু এগিয়ে? এই যে, ওঁরা এসে প'ড়েছেন! বাপ্‌রে, ঘড়াকুচাকে দেখে এখনও আমার বুক দুর্‌-দুর্‌ করছে! হা রে কনিষ্ঠ! আমাদের জ্যেষ্ঠ আর মধ্যম কোথায় গেছে? আমি তাদের যে দেখতে পাচ্ছি না?

কনিষ্ঠ।—মা, তারা ঋষিদের আশ্রমে বেড়া'তে গেছে।

ভীম।—(কুটীর দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া) ঠাকুর, মা-ঠাকুরাণি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। কাল পথে আসতে ও এখানে এসে, আপনাদের তো কোনও কষ্ট হয় নাই?

কেশব।—না, বাবা, কোনও কষ্ট হয় নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদের বাসের জন্য এই কুটীরখানি নির্দ্দিষ্ট

ক'রে দিয়েছেন, আর রাত্রিতে আমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল ও গো-দুগ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ভীম।—কাল আমাদের ফিরে আস্‌তে অনেক রাত্রি হ'য়েছিল; এই কারণে আপনাদের শ্রীচরণ-দর্শন ক'র্‌তে আস্‌তে পারি নাই।

কেশব।—(ঘটোৎকচকে দেখাইয়া) একে যে আবার সঙ্গে নিয়ে এলেন?

ভীম।—(ঈষৎ হাসিয়া) ঠাকুর, ঘটোৎকচ আমার পুত্র; এর জননী হিড়িম্বা আমার বিবাহিতা পত্নী। বহু বৎসর পূর্ব্বে অগ্রজের ও জননী কুন্তী দেবীর অনুমতি নিয়ে আমি তাঁকে বিবাহ ক'রেছিলাম। ঘটোৎকচ, এঁ-দের চরণে প্রণত হও।

(ঘটোৎকচের তদ্রূপ করণ)

কেশব।—আমিও ঘটোৎকচকে প্রথমে দেখেই রাক্ষস ব'লে ঠাওরা'তে পারি নাই, বাবা! বৎস ঘটোৎকচ, আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও ও পিতার মত বীর হও।

কনিষ্ঠ।—(ঘটোৎকচের নিকটে গিয়া) ভাই ঘড়াকুচা—না—না ঘটোৎকচ, তুমি আমায় এখন বল ত, তোমার মা আজ কি খেয়ে পারণ ক'র্‌বেন?

ঘটোৎকচ।—(হাসিতে হাসিতে) ফলমূল খেয়ে। তিনি নরমাংস খান না।

কনিষ্ঠ।—তবে মেজদা'কে কাল ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন? দাদাকে নিয়ে গেলে, আমিও তোমার পেছু পেছু যেতুম, আর তোমার মা'কে বল্‌তুম 'দাদাকে না খেয়ে আমাকে খাও।' তোমার মা নরমাংস খান না ব'ল্‌লে, কিন্তু তুমি তো খাও?

ঘটোৎকচ।—আমি মাঝে মাঝে খেতাম বটে; কিন্তু আর কখনও খাব না। পিতা নিষেধ ক'রেছেন।

কনিষ্ঠ।—এখন তবে কি মাংস খাবে?

ঘটোৎকচ।—হরিণ, বন্যবরাহ, শশক প্রভৃতির।

কনিষ্ঠ।—আহা! এদেরও তো মা-বাপ, ভাই বোন্ আছে? এদের মেরে খেলে তাদের মনে কষ্ট হ'বে না?

(ঘটোৎকচ কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া ভীমের দিকে চাহিল)

ভীম।—(হাসিয়া) কনিষ্ঠ—আমরা ক্ষত্রিয়—মাংস না খেলে আমাদের চলে না। আমাদের যুদ্ধ ক'র্‌তে হয় যে!

কনিষ্ঠ।—(ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হাতী তো মাংস খায় না? সে কত মোটা, আর তার গায়ে কত বল! তুমি হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে পার?

ভীম।—(হাসিয়া) পারি। বুনো হাতীর শুঁড় ধ'রে তাকে মাথার উপর আকাশে ঘুরিয়ে মাটীতে আছ্‌ড়ে মেরে ফেলেছি!

কনিষ্ঠ। (সবিস্ময়ে) বাপ্‌ রে! তোমার গায়ে কি বল? আমার কিন্তু কোন জীবকেই মার্‌তে ইচ্ছে হয় না—বাঘকেও না—সিংহকেও না—হাতীকেও না—আর রাক্ষসকেও না।

ভীম।—না মার্‌লে, তারা যে তোমাকে মেরে ফেল্‌বে?

কনিষ্ঠ।—কেন মার্‌বে? আমি যে সকলকেই ভালবাসি। আমার সঙ্গে সকলেরই ভাব হ'য়ে যাবে।

ভীম।—(কনিষ্ঠকে সহসা বাহু দ্বারা তুলিয়া, সহর্ষে), কনিষ্ঠ, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ! দীর্ঘজীবী হ'য়ে তুমি একজন মহর্ষি হও—তোমরাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!

কনিষ্ঠ।—(ভীমের হাত ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া)—মা, দেখ, দেখ—কে একজন রাণীর মতন আমাদের এই দিকে আস্‌ছেন?

ভীম।—(ফিরিয়া চাহিয়া) ওঃ, মহারাণী দ্রৌপদী আস্‌ছেন যে!

(জনৈক পরিচারিকার সহিত দ্রৌপদীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী—(অগ্রসর হইয়া করজোড়ে) মা, আসুন—আসুন—আজ আপনাকে দেখে আমরা ধন্য হ'লুম।



ভীম।—...কনিষ্ঠ; তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ! [৩৬ পৃঃ

(দ্রৌপদী ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে প্রণাম করিলেন)

দ্রৌপদী।—মা, কাল রাত্রিতে আপনাদের বিপদের কথা শুন্‌লুম। মধ্যম-পাণ্ডব কাল আপনাদিগকে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনারা কাল রাত্রিতে কুশলে ছিলেন ত?

ব্রাহ্মণী।—মা, আপনি স্বয়ং রাজলক্ষ্মী। আপনার কৃপায় আমাদের সমস্তই কুশল, আর কিছুরই অভাব হয় নি।

(ভীমের ইঙ্গিতে ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে প্রণাম করিল)

দ্রৌপদী।—(সবিস্ময়ে) কে বৎস, তুমি? তোমাকে যে আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। কিন্তু তোমাকে দেখে যেন চেনা-চেনাও বোধ হ'চ্ছে।

ভীম।—মহারাণি! ইনি আপনার পুত্র—ঘটোৎকচ; হিড়িম্বার গর্ভজাত।

দ্রৌপদী।—(সানন্দে) বটে? বটে? বৎস, চিরায়ু হও। তোমার ও তোমার মার নাম শুনেছি—কিন্তু তোমাদিগকে দেখার সৌভাগ্য কখনও হয় নি। তোমার মা ভাল আছেন ত? এখন কোথায় তিনি?

ঘটোৎকচ।—নিকটেই আছেন; একদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আস্‌বেন।

দ্রৌপদী।—নিকটে থাকেন ত আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব।

ঘটোৎকচ।—না, মা, অরণ্য বড় দুর্গম। আমিই তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।

দ্রৌপদী।—তা বেশ; শীঘ্র তাঁকে একদিন নিয়ে আস্‌বে। বৎস, মধ্যাহ্নে তোমার এই মায়ের হাতের চাট্টি অন্ন না খেয়ে চ'লে যেও না যেন।

ঘটোৎকচ।—যে আজ্ঞা, দেবি!

কনিষ্ঠ।—(ঘটোৎকচকে) ভাই ঘটোৎকচ, তোমার মা যেদিন আস্‌বেন, আমায় একবার তাঁকে দেখাবে ত?

ঘটোৎকচ।—(হাসিয়া) তাঁকে আমি তোমাদের এই কুটীরে নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌ব।

দ্রৌপদী।—(কেশব ও ব্রাহ্মণীর প্রতি) ঠাকুর, ঠাকুরাণি, আপনারা এই বনে যতদিন অবস্থান ক'র্‌বেন, অন্যান্য ঋষি ও ব্রাহ্মণদের সহিত আপনারাও সকলে মহারাজের কুটীরেই প্রত্যহ ভোজন ক'র্‌বেন।

কেশব।—মা, আমরা আপনাদেরই আশ্রিত। আপনার নিমন্ত্রণ আমরা সাদরে ও স-সম্মানে গ্রহণ ক'র্‌লাম।

ব্রাহ্মণী।—মা, আপনার যদি কোনও প্রকার সাহায্য আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে পাঠা'বেন।

দ্রৌপদী।—না, মা, আমার কোনও সাহায্য আবশ্যক হ'বে না। আপনারা আমাদের পূজ্য অভ্যাগত। আপনাদের সেবা ক'র্‌বার অধিকার ও আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'র্‌বেন না। মধ্যম-পাণ্ডব, ঘটোৎকচকে সঙ্গে নিয়ে এস। মা, আপনারা সকলে মধ্যাহ্নের সময় শুভাগমন ক'র্‌বেন।

(ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বিনয়পূর্ব্বক সম্মতি-জ্ঞাপন)

কনিষ্ঠ।—(আব্‌দারের স্বরে জননীকে) মা, আমি এখনি একবার রাণী-মার সঙ্গে যাব।

দ্রৌপদী।—(সানন্দে) এস, বৎস, এস, এস। এস আমার ক্রোড়ে আরোহণ কর। আহা, যেন দেব-শিশুটি!

কনিষ্ঠ।—না, রাণী-মা, আমি আপনার কোলে চাপ্‌ব না। আমি আপনার সঙ্গে হেঁটে যেতে পার্‌ব।

ভীম।—দেব-শিশুই বটে! এমন ছেলে আমি কখনও দেখি নাই!

(ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে অভিবাদন পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান)

পট-ক্ষেপণ।

সমাপ্ত